# বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ওয়াকফ বৈঠকে

● ১ পাতার পর

বাংলায় ছাত্র–যুব, মহিলাও প্রতিবাদ করছেন। মিছিল বের করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ধর্নাও দেওয়া হয়েছে।' স্বভাবতই এই অবস্থায় ১৬ তারিখের সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কী বার্তা দেন, তার অপেক্ষায় রয়েছেন অনেকেই। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, 'ওয়াকফ সম্পত্তি এ ভাবেই দখল নেওয়া যায় না। সংসদে সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিয়ে বিজেপি একতরফাভাবে সব নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে চাইছে। বিধানসভাতেও এই ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি। পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেস আরও প্রতিবাদ করবে। এখন প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান–বিক্ষোভ হচ্ছে।' উল্লেখ্য, শুক্রবারও কয়েকটি জায়গায় অবরোধ হয়েছে। সমস্যার সমাধান যতদিন না হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস আরও সংগঠিতভাবে রাস্তায় নামবে বলে জানিয়েছে।

# হনুমানজয়ন্তীতে রেড রোডে অনুষ্ঠান নয়

আজকালের প্রতিবেদন

রেড রোডে হনুমানজয়ন্তীর অনুষ্ঠান করার অনুমতি পেল না হিন্দু সেবা দল। রেড রোডে তাদের হনুমানজয়ন্তীর অনুষ্ঠান করার আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার এই মামলায় প্রথম শুনানি হয় সিঙ্গল বেঞ্চে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তাদের ওই জায়গায় অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেননি। এরপরেই সংগঠন ডিভিশন বেঞ্চে যায়। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা খেল তারা। হাইকোর্ট জানিয়েছে, হিন্দু সেবা দল চাইলে রাজ্যের প্রস্তাবিত দুটি বিকল্প জায়গায় তাদের কর্মসূচি করতে পারে। পুলিশের তরফে বলা হয়েছিল, আর অ্যাভিনিউ অথবা শহিদ মিনারে কর্মসূচি করতে পারে হিন্দু সেবা দল। হিন্দু সেবা দলের এই প্রথম মিছিল রেড রোডে করার যুক্তি তুলে ধরতে তাঁরা ৩১ মার্চ ইদের অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ আনেন। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'অন্য ধর্মের লোককে ওই জায়গায় অনুমতি দিয়েছে বলে হনুমানজয়ন্তীর অনুমতি দিতে হবে, এটা যুক্তি হতে পারে না। খিলাফত আন্দোলনের পর থেকে ওখানে চলে আসছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ১০০ বছর ধরে ওখানে ইদের অনুষ্ঠান করে আসছে। আপনারা আগে থেকে আবেদন করলে অনুমতি দিতাম।' এরপর ডিভিশন বেঞ্চে যায় সেবা দল। কিন্তু তাদের আবেদন নাকচ হয়।

# শিক্ষকেরা মারবেন আশা করিনি: সিপি

● ১ পাতার পর

চিকিৎসক তাকে ১৪ দিন বাড়িতে বিশ্রাম করতে বলেছেন। তারপর তাঁর আবার এমআরআই পরীক্ষা হবে। তারপর বিবেচনা করা হবে, তিনি ডিউটিতে যোগ দেওয়ার মতো সুস্থ হয়েছেন কি না।'

পুলিশকে মারধরের প্রসঙ্গে মনোজকুমার বর্মা বলেন, 'পুলিশের গায়ে হাত তুললে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে আইনানুগ পদক্ষেপ করবে।' তবুও পুলিশের লাথি মারার বিষয়টি কেউই কাম্য নয়। এ ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না হয়, তার জন্য বিভাগীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তবে সেটি যে শুধুমাত্র এই ঘটনার প্রেক্ষিতে, তা নয়। পুলিশ কীভাবে আরও বেশি সহনশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামলাতে পারে, তা দেখতে বলেছি। আর জি করের ঘটনার পর পুলিশকে অনেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের ভুল হতেই পারে। কিন্তু সেটা যাতে পুনরায় না হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রতি মাসে থানার অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক হয়।'

ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দাপ্রধান রূপেশ কুমার বলেন, 'ঘটনার দিন শিক্ষকরা বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে একজোট হন। ওখান থেকে কসবায় ডিআই অফিসের সামনে আসেন ১২টা ১১ মিনিট নাগাদ। ওঁরা যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ করতে পারেন, তার জন্য পুলিশ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শিক্ষকরা জোর করে ডিআই অফিসের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। পুলিশ তাঁদের শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ করার অনুরোধ করে। কিন্তু তাঁরা বলপ্রয়োগ করতে থাকেন। ১২টা ১৮ মিনিটে গেট গার্ডরেল ভাঙা হয়। ১২টা ১৯ মিনিটে মেন গেটে হামলা হয়। ভেতরে ঢুকে কোলাপসিবল গেটের কাছে জড়ো হন ওঁরা। ১২টা ২৮ মিনিটে ডিআই অফিসের ভেতরের তালা ভাঙার চেষ্টা হয়। পুলিশ শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে ওঁদের আটকানোর চেষ্টা করে গেছে। সাড়ে ১২টা নাগাদ পুলিশের ওপর হামলা হয়। শেষে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ায় সামান্য বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয় পুলিশ।' কয়েকটি ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে গোয়েন্দাপ্রধান বলেন, 'ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ উস্কানিও দিয়েছে। তাঁদের বলতে শোনা গেছে, 'আমরা ভেঙে দেব', 'এই তালাটাও ভাঙতে হবে', 'পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেব' ইত্যাদি। পুলিশ তখনও শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে।'

# অভিজিৎকে গো-ব্যাক স্লোগান চাকরিহারাদের

আজকালের প্রতিবেদন

শুক্রবার চাকরিহারাদের রিলে অনশন মঞ্চে গিয়ে গো–ব্যাক স্লোগান শুনলেন বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গাঙ্গুলি। এদিন দুপুরে তিনি অনশন–মঞ্চের কাছে পৌঁছোতেই পড়ুয়ারা প্রশ্ন করেন, আপনি একজন সাংসদ, বলুন কী করে যোগ্যরা বাঁচবেন। এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, তিনি যখন বেরিয়ে আসছেন, তখন গো–ব্যাক, গো–ব্যাক স্লোগান ওঠে। এবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'কে প্যানেল বাতিল করেছিলেন, কে ভক্ষক ছিলেন, কোন্ ভগবান চাকরি খেয়েছিলেন? কে বলেছিলেন, পুরো প্যানেল বাতিল করে দেব? চাকরিহারারা বুঝতে পারেছেন, তাঁদের পাশে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আছেন।'

# প্রয়াত রেজ্জাক মোল্লা

● ১ পাতার পর

মমতা ব্যানার্জি আরও লিখেছেন, 'বাংলার গ্রামজীবন, কৃষি–অর্থনীতি ও ভূমি সংস্কার বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল সুবিদিত। তাই একসময় অন্য ধারার রাজনীতি করলেও, মা–মাটি–মানুষের সরকারে তাঁর মিলিত হয়ে যাওয়া ছিল সহজ ও স্বাভাবিক।'

রেজ্জাক মোল্লার রাজনৈতিক জীবন ছিল বর্ণময়। ১৯৭২ সালে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিএমের টিকিটে জিতে বিধায়ক হন। এরপর ১৯৭৭ সালে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা থেকে ভোটে জেতেন। বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভায় তাঁর জায়গা হয়। বাম আমলে প্রথমে তিনি ফল প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী, পরে দীর্ঘদিন ভূমি সংস্কার ও সুন্দরবন উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১৪ সালে দলবিরোধী কথা বলার কারণে সিপিএম নেতৃত্ব তাঁকে বহিষ্কার করেন। এরপর নিজেই একটি দল তৈরি করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই, ২০১৬ সালে তৃণমূলে যোগ দেন। বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় থেকে তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও জেতেন। তৃণমূলের মন্ত্রিসভায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী হন তিনি। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সতীর্থ ছিলেন তিনি। তবে তাঁর সঙ্গে মতবিরোধও ছিল রেজ্জাক মোল্লার। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় রেজ্জাক মোল্লা বাম সরকারের নীতির সমালোচনা করেছিলেন।

পরিবার সূত্রে খবর, তাঁর শেষ ইচ্ছের কথা মাথায় রেখে বাড়িতেই সমাধিস্থ করা হবে রেজ্জাক মোল্লাকে। মৃত্যুর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীরা ভিড় করেন তাঁর বাড়িতে। সিপিএম থেকে তৃণমূল, বাদ যায়নি কেউই। আবেগঘন হয়ে পড়েন কান্তি গাঙ্গুলি। বলেন, 'কৃষক আন্দোলনের নক্ষত্রের পতন হল।' ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক এবং একসময় রেজ্জাক মোল্লার ঘনিষ্ঠ শওকত মোল্লা তাঁর বাড়িতে গিয়ে শোক প্রকাশ করেন।



দার্জিলিঙে অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার–সহ জেলার উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন দপ্তরের মন্ত্রী সুজিত বসু। ছিলেন দপ্তরের মহানির্দেশক রণবীর কুমার। দার্জিলিং সার্কিট হাউসে, শুক্রবার। ছবি: আজকাল

# রিটনের শরীরে ৪ আঘাত, আইও থেকে অব্যাহতি: নগরপাল

আজকালের প্রতিবেদন

কসবায় ডিআই অফিসের ঘটনার তদন্তকারী অফিসার হিসেবে সাব ইনস্পেক্টর রিটন দাসকে বদল করা হল। তাঁর জায়গায় অন্য অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কসবা থানায় তিনি এই মুহূর্তে ডিউটিতে নেই, ছুটিতে না অন্যত্র দায়িত্ব পালন করছেন, তা জানা যায়নি। এ প্রসঙ্গে নগরপাল বলেন, 'যে এসআই অভিযোগ নথিবদ্ধ করেন, নিয়ম অনুযায়ী তাঁকেই প্রাথমিকভাবে ওই ঘটনার ইনভেস্টিগেশন অফিসার (আইও) করা হয়। তবে নানা কারণে অনেক সময় পরবর্তীতে তদন্তকারী অফিসার বদলায়। এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে।'

ঘটনার দিন তাঁকে মারধর করা হয়েছে। তাঁর শরীরে চার জায়গায় আঘাত রয়েছে। শুক্রবার লালবাজারে জানিয়েছেন কলকাতার নগরপাল মনোজকুমার বর্মা। বলেছেন, 'ওই এসআইয়ের কানের নীচে, বুকে, কোমরে ও শরীরের নিম্নাংশে আঘাত লেগেছে। যে পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে লাথি মারার অভিযোগ উঠেছে, আগে তাঁর কানে চড় মারা হয়েছে। যদি ইয়ার ড্রামে আঘাত লাগত, তা হলে কে দায়ী থাকত? ধাক্কাধাক্কি ও মারধরের জেরে তাঁর চশমাও ভেঙে গেছিল। যদি ভাঙা কাচ চোখে ঢুকে যেত, তা হলে দায় কে নিত? বুধবার কেন পুলিশ লাঠিচার্জ করেছিল, কেনই বা লাথি মারা হয়েছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন ডেপুটি কমিশনার (সাউথ সাবার্বান বিভাগ) বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত। সেই রিপোর্ট নগরপালকে তিনি জমা দেবেন। তারপর পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার বাসিন্দা রিটন দাস ২০১০ সালে কলকাতা পুলিশে যোগদান করেছিলেন। তিনি আমহার্স্ট স্ট্রিট কলেজের প্রাক্তনী। এক বছর আগে কসবা থানার সাব ইনস্পেক্টর পদে যোগ দিয়েছিলেন। এর আগে তিনি বেহালা ও নিউ আলিপুর থানার এসআই পদে কর্মরত ছিলেন।

# 'চা-বলয়ের প্রভিডেন্ট ফান্ড দুর্নীতি কেন্দ্রের বড় কেলেঙ্কারি'

পার্থসারথি রায়

জলপাইগুড়ি, ১১ এপ্রিল

চা–বলয়ের প্রভিডেন্ট ফান্ড দুর্নীতি হল নরেন্দ্র মোদি সরকারের অন্যতম বড় কেলেঙ্কারি। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তর ঘেরাও অভিযানে এসে বললেন তৃণমূলের নেতা–মন্ত্রীরা। শুক্রবার মন্ত্রী মলয় ঘটক, বুলুচিক বরাইক, ঋতব্রত ব্যানার্জিদের নেতৃত্বে চা–শ্রমিকদের পিএফ বঞ্চনার অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান কয়েক হাজার চা–শ্রমিক। এই আন্দোলনে শামিল হন ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকার চা–শ্রমিকরাও।

আলিপুরদুয়ারের সঙ্কোশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকা দিয়ে জলপাইগুড়িতে পৌঁছোয় চা–শ্রমিকদের পদযাত্রা। এর পর জলপাইগুড়িতে মহামিছিল করে পিএফ দপ্তরে আসেন তাঁরা। চা–বাগানের সমস্ত শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, আধার কার্ড ও গ্র্যাচুইটি সমস্যা নিয়ে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ দপ্তর ঘেরাও করে দিনভর বিক্ষোভ আন্দোলন করেন তাঁরা। মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'চা–শ্রমিদের ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করতে পাঁচ বছর আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি একটি কমিটি গঠন করেছেন। সেই কমিটিতে রয়েছেন চা–বাগানের মালিকপক্ষ–সহ বিরোধী দলের শ্রমিক নেতারা। ইতিমধ্যেই প্রায় ২০টি সভা করেছেন তাঁরা। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি তাঁরা। এজন্য শনিবার শিলিগুড়িতে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে আমি নিজেও উপস্থিত থাকব।'

উত্তরবঙ্গের সমস্ত চা–বাগান শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য প্রায় ৪০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। বাগানের শ্রমিক শিশুদের দেখাশোনার জন্য ৫০টির বেশি ক্রেশ গড়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন চা–বাগানে। আইএনটিটিইউসি–র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত ব্যানার্জি বলেন, 'চা–বলয়ের প্রভিডেন্ট ফান্ড দুর্নীতি হল কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম বড় কেলেঙ্কারি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, সাতটি বন্ধ চা–বাগান অধিগ্রহণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি বাগানও অধিগ্রহণ করা হয়নি। এর আগে চা–বাগানের শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য হাজার কোটি টাকা ঘোষণা করা হলেও উত্তরবঙ্গের জন্য এক টাকাও দেওয়া হয়নি। বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, আধার কার্ড ও গ্র্যাচুইটি সমস্যা নিয়ে কয়েকদিন ধরে পদযাত্রা করেছেন শ্রমিকরা।' চা–শ্রমিকদের দাবিগুলো না মেটানো পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে জানান ঋতব্রত।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত চা–শ্রমিকদের নিয়ে লাগাতার আন্দোলনের হুমকি দেন ঋতব্রত। বলেন, 'প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তরের দুর্নীতির সঙ্গে চা–বাগানের একাংশ মালিক জড়িত রয়েছেন। এই ঘুঘুর বাসা ভাঙতে চাইছি আমরা। শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা কেটে নেওয়া হলেও সেই টাকা জমা পড়ছে না পিএফ দপ্তরে।' আগামী দিনে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঠিক তথ্য না দেওয়া হলে চা–বাগানের লিজ বাতিল করা হবে বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি।




জলপাইগুড়িতে পিএফ অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে মন্ত্রী মলয় ঘটক, বুলুচিক বরাইক, ঋতব্রত ব্যানার্জি, প্রকাশচিক বরাইক। ছবি: প্রতিবেদক

## ব্যাঙ্কে ডাকাতির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ডাক কর্মী

**ঋণের কিস্তির টাকা জোগানের জন্য ব্যাঙ্ক ডাকাতির চেষ্টা। খেলনা বন্দুক ও ছুরি–সহ গ্রেপ্তার হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে সার্ভে পার্ক থানা এলাকার সন্তোষপুর অ্যাভিনিউয়ে। ধৃতের নাম ডালিম বোস ওরফে তাতাই। অ্যাভিনিউ সাউথের বাসিন্দা ৩৩ বছরের ওই যুবক ডাক–বিভাগের কর্মী। শুক্রবার ওই এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বন্দুকের মতো দেখতে লাইটার ও ছুরি নিয়ে ঢুকে পড়ে ডালিম। সে ব্যাঙ্ককর্মীদের ভয় দেখিয়ে লুঠের চেষ্টা করে। তবে নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ধরে ফেলেন। পুলিশ জানতে পেরেছে, ফ্ল্যাট কেনা, বাড়ি মেরামতি ও বাইক কেনার জন্য ৩১ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়েছিল ডালিম।**

# যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ দু'সপ্তাহে

● ১ পাতার পর

এই শিক্ষকদের বেতন পাওয়া নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'এই বিষয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করবো না। তাহলে সেটা আদালত অবমাননা হবে। সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশনের পরই এ ব্যাপারে বলত পারবো।' এসএসসি ভবনের কাছে চাকরিহারাদের একাংশের রিলে অনশন প্রসঙ্গে বলেন, 'এদিন যাঁরা বৈঠক করতে এসেছিলেন, তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁদের কেউ অনশন করছেন না। তাঁদের মধ্যে একটা ছোট অংশ, যাঁরা অনশন করছেন, তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত।'

শিক্ষামন্ত্রীর আগে, বৈঠকের পর বৈঠকে অংশ নেওয়া চাকরিহারাদের পক্ষে চিন্ময় মণ্ডল ও মেহবুব মণ্ডল জানান, বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের যোগ্য–অযোগ্যদের তালিকা এবং ২২ লক্ষের ওএমআর শিট প্রকাশ নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁদের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা তাঁদের প্রতিটি দাবি এবং সব কথাই দৃঢ়তার সঙ্গে বৈঠকে তুলে ধরতে পেরেছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও এখনই স্বস্তি পাচ্ছেন না তাঁরা। যতদিন না পর্যন্ত তাঁরা সম্মানের সঙ্গে চাকরি ফিরে না পাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা পথে থাকবেন। তাঁদের আন্দোলন স্থগিত করা হবে না। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'ওঁরা পথে থাকতে চান, আমি সে বিষয়ে সহমত। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে না পারলে ওঁদের পথেই থাকা উচিত। কিন্তু আমার অনুরোধ, আমরা আইনি পরামর্শ নিয়ে চেষ্টা করব। সেই সময়সীমা পর্যন্ত ওঁরা দেখে নিন। ২১ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আপাতত আন্দোলন স্থগিত রাখুন।' এদিনের বৈঠক নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যোগ্য বঞ্চিতদের যাতে চাকরি থাকে, সে ব্যাপারে আইনি প্রতিরক্ষা এবং সহযোগিতা দেওয়ার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই মোতাবেকই এই বৈঠক হয়। চিঠি লিখে ওঁরা (চাকরিহারা) এই বৈঠকের জন্য আবেদন করেছিলেন। বৈঠকে ওঁদের প্রতি সরকারের মনোভাব, উদ্দেশ্য সবটাই জানানো হয়েছে। এটাও তাঁদের বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে। তাই আইনি সহযোগিতা ছাড়া এখানে কোনও কাজ আমরা করতে পারব না। ওঁরাও সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করবেন বলে জানিয়েছেন।' এদিন দুপুরে বৈঠকের আগে মিছিল করে চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এসএসসি ভবনের সামনে যান। সেখান থেকে ১৩ জনের প্রতিনিধি দল বৈঠকে যোগ দেন। তবে বৈঠকের পরও রাতে চাকরিহারাদের একটা বড় অংশ এসএসসি ভবনের সামনেই অবস্থানে বসে থাকেন। ২১ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁরা রাস্তাতেই থাকবেন বলে জানান।

**CSIR-CENTRAL MECHANICAL ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE**
(Council of Scientific & Industrial Research)
Mahatma Gandhi Avenue, Durgapur - 713 209 (West Bengal)
Azadi Ka Amrit Mahotsav

No. : 03/2025-PRct Date: 10-04-2025

**Advertisement No. PME/PRCT/05/2025**

**WALK-IN-INTERVIEW**
**FOR SELECTION OF CANDIDATES**
**FOR AWARDING CSIR – JRF (GATE) FELLOWSHIP**

A Walk-in-interview will be conducted at **CSIR-CMERI, Durgapur on 30th April 2025** to select suitable candidates having **B.E. / B.Tech. in Mechanical / Electrical / Electronics & Communication/ Electronics & Instrumentation / Computer Science / Mechatronics / Aeronautical / Agricultural Engineering or equivalent and allied area with valid GATE Score** for five (UR-03, OBC-01 & SC-01) positions of Junior Research Fellow (JRF) under CSIR-JRF (GATE) scheme. The selected candidates will be required to register for Integrated Dual Degree programme (IDDP) AcSIR only. AcSIR at CSIR-CMERI, Durgapur conducts IDDP programs. Detailed information regarding AcSIR programmes is available in the admission portal of AcSIR **https://www.acsir.res.in.** For detailed advertisement and other information such as, Disciplines, Eligibility criteria, Age limit, Stipend & Tenure, Application Form etc., the interested candidates may log on to the Institute website: **www.cmeri.res.in → Opportunity → Career → Vacancy → Advt. No. PME/PRCT/05/2025.**

**Controller of Administration**

/cmeri.res.in /CSIR CMERI CSIRCMERIDgp /csir_cmeri /csircmeri.blogspot.com

**E-29012/1/2023-ESTT-HQ I/9256/2025**
**ব্রহ্মপুত্র বোর্ড**
**জল শক্তি মন্ত্রক,**
**জল সম্পদ দফতর, আরডি এবং জি আর**
**বশিষ্ঠ গুয়াহাটি–২৯**

**ভ্যাকান্সি নোটিফিকেশন**

ব্রহ্মপুত্র বোর্ড, গুয়াহাটি–২৯, পার্লামেন্টের অ্যাক্টের অধীনে গঠিত একটি বিধিবদ্ধ বডি–তে ডেপুটেশন ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদগুলি পূরণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে:

| পদের নাম | পদের সংখ্যা | পে লেভেল |
|---|---|---|
| ১. ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার | ৩ | এল–১৩ |
| ২. সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার | ৬ | এল–১২ |
| ৩. এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) | ১৭ | এল–১১ |
| ৪. এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল) | ১ | এল–১১ |
| ৫. আন্ডার সেক্রেটারি (ই) | ১ | এল–১১ |
| ৬. সিনিয়র অ্যাকাউন্টস অফিসার | ১ | এল–১১ |
| ৭. অ্যাকাউন্টস অফিসার | ১ | এল–১০ |
| ৮. সেকশন অফিসার (সেক্ট) | ৩ | এল–৭ |
| ৯. প্রাইভেট সেক্রেটারি | ৪ | এল–৭ |
| ১০. ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট | ৩ | এল–৭ |
| ১১. অ্যাসিস্টান্ট | ১২ | এল–৬ |
| ১২. আপার ডিভিশনাল ক্লার্ক | ১৯ | এল–৪ |

যোগ্যতামানের বিশদ, পে, পদের সংখ্যা, আবেদন ফর্ম ইত্যাদি বোর্ডের ওয়েবসাইট **http://brahmaputraboard.gov.in/**–এ উপলব্ধ। ওয়েবসাইট দেখার জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ এমপ্লয়মেন্ট নিউজে প্রকাশের তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে।

স্বা/–
আন্ডার সেক্রেটারি (ই)
ব্রহ্মপুত্র বোর্ড

cbc 45108/12/0001/2526

12.04.2025 Kolkata, Siliguri

**pnb Housing Finance Limited** Ghar Ki Baat

**পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com

**কলকাতা ব্রাঞ্চ:** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং 'D'–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং 'C'–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী **'যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং 'A' তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: **www.pnbhousing.com.**

| লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীর নাম (A) | দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B) | দখলের প্রকৃতি (C) | বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D) | সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E) | ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F) | ডাক জমার শেষ তারিখ (G) | ডাক বাড়ানোর হার (H) | পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I) | নিলামের তারিখ ও সময় (J) | জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU/KOL/ 0816/307791 ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা রিনারানি মণ্ডল / দ্বৈপায়ন মণ্ডল | ₹ ৮,৪০,৮৭৪.৯৩ ০৭.০৯.২০২১ অনুযায়ী | বাস্তবিক দখল | নিম্নোক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফ্ল্যাট নং 'সি৩', ৩ নং ফ্লোরের দক্ষিণ–পশ্চিম পার্শ্বে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৭০ বর্গফুট, এতে অন্তর্ভুক্ত দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি টয়লেট ও একটি ব্যালকনি, উক্ত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংটি সামান্য কমবেশি ৬.৬ ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি ৪ কাঠার সমতুল মাপের জমিতে নির্মিত, মৌজা– তারাপুকুরিয়া, জে এল নং ১২, রে সা নং ২৭, তৌজি নং ১৭৮, আর এস দাগ নং ৩৩০, আর এস খতিয়ান নং ২১, পরিমার্জিত খতিয়ান নং ১০, নতুন সংশোধিত খতিয়ান নং ২২৫৯, হোল্ডিং নং ৩৪, বি সি সেন রোড (ডি এস সরণি), ওয়ার্ড নং ৪, থানা– খড়দহ, কলকাতা–৭০০১১৯, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পানিহাটি পুরসভার এলাকাধীন, জমিটি বাস্তু হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– যুধিষ্ঠির দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পূর্ব– বি সি সেন রোড; পশ্চিম– বি এম ঘোষের সম্পত্তি। | ₹ ১০,৮০,০০০/– | ₹ ১,০৮,০০০/– | ২৯.০৪.২০২৫ | ₹ ১০,০০০/– | ১৮.০৪.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট | ৩০.০৪.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে | জানা নেই |
| HOU/ KOL/0218/488644 ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা হৃদয় প্রসাদ তিওয়ারি/ আভা তিওয়ারি | ₹ ২৬,২১,১১০.০৫ ১১.১০.২০২২ অনুযায়ী | বাস্তবিক দখল | সামান্য কমবেশি ৭ কাঠা ২৭ বর্গফুট জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত এই জমিতে নির্মিত বহুতল বিল্ডিংয়ের সপ্তম তলে (৬ নং ফ্লোর) ২টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং কাম লিভিং, ১টি ডাইনিং হল, ১টি বাথ–কাম–প্রিভি টয়লেট, ১টি কিচেন ও ১টি লবি নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ৯৭০ বর্গফুট মাপের (২০% সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ধরে) একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: হাওড়া পুরনিগমের হোল্ডিং নং ১৮৮ ও ১৮৯/১, জি টি রোড (নর্থ), হাওড়া পুরনিগমের ২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, দাগ নং ১৬৬, খতিয়ান নং ৬৯, মৌজা ও থানা– মালিপাঁচঘড়া, জেলা– হাওড়া। ফ্ল্যাটটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– বিল্ডিংয়ের পরিসর; দক্ষিণ– সিঁড়ি; পূর্ব– বিল্ডিংয়ের পরিসর; পশ্চিম– বিল্ডিংয়ের পরিসর। | ₹ ২০,৯০,০০০/– | ₹ ২,০৯,০০০/– | ২৯.০৪.২০২৫ | ₹ ১০,০০০/– | ১৮.০৪.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট | ৩০.০৪.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে | এসএ ২৩৪/২০২৩: হৃদয় প্রসাদ তিওয়ারি বনাম পিএনবি এইচএফএল– ডিআরটি I |
| HOU/ KOL/0919/744096 ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা দেবকী নন্দন ঝা / চন্দ্র ভূষণ শর্মা (জামিনদার) | ₹ ২০,৬৭,৫২৬.৮৩ ১৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী | বাস্তবিক দখল | ৬০৪ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত অ্যাপার্টমেন্ট নং ৫০৪ সংবলিত একটি অ্যাপার্টমেন্টের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ: ষষ্ঠ তল (৫ নং ফ্লোর), বিল্ডিংয়ের টাওয়ার নং 'এ৪', তৎসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি ওপেন কার পার্কিং স্পেস, এটি সামান্য কমবেশি ২১ একর ২ ডেসিমেল মাপের জমিতে নির্মিত 'ইডেন সিটি মহেশতলা'য় অবস্থিত, হোল্ডিং নং বি১–৯০/এ/১, নিউ বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, কলকাতা– ৭০০১৩৭, মৌজা– সারেঙ্গাবাদ, পরগনা– মাগুরা, জে এল নং ৪৭, আর এস নং ৫৬০, তৌজি নং ১৩৪, আর এস খতিয়ান নং ২২৫, ২২৪, ৮১৩, ৩০৭, ১৫৬, ২১১, ১৭৮, ২৪৬, ৫৩৩, ৭০৪, ৫১৯, ৭০৭, ৬৩৭, ১৮৮, ১৮৩, ৪৭৬, ২৫১, ১০২, ৬৮১, ২১৪, ২১৩, ৪৭৬, ৩৮২, ৬৩৭, ১৮৯, ১৮২, ৫০৯, ১৯১, ৪৬৫, ১২৩, ৫৩৭, ৭৩২, ৭৩৪, ৭৩৩, ৭৩৫, ১৮০, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৭৩১, ৬৪, এল আর খতিয়ান নং ১৫১৯/১, ১৫৫৫, ৪২৬, ৯৯৭, ৪৮৯, ১০, ৯০৮, ১২৭১, ১০২৩, ১৫১৭/১, ৮৪৮, ১৫৭৫, ১৫৪৫, ৯৯৭, ৪৮৯, ১১৯১, ২২৬, ৬০৩, ৬২১, ৩৬৫, ৭১৪, ১১, ৩২৩, ৫২৩, ১২৬১, ৩৩৩, ১১৪৮, ৯৭১, ১০২৫, ১০৪৩, ৭৭৭, ৪৩১, ৬৬৯, ২২০, ৩, ৭২৬, ৩৪৭, ১২৩, ১৪৬, ৫১, ১০২৩, ১৭১১, ১৭১২, ৯২৯, ৪২৫, ৭৯৮, ৩১৪, ৯০১, ১১২৭, ১১৩৯, ৭২৮, ৩২৩, দাগ নং ২৮৪/৮৬০, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯০/৮৬১, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০৩, ৩০৪, ২৭৭, ২৭৬, ২৭৫, ২৭৪, ২৭৩, ২৭২, ২৬৯, ২৬৮, ২৬৬, ২৬৫, ২৬১, ২৬০, ২৫৮, ২৫৯, ২৫৭, ২৫৭/৯২২, ২৫৭/৯২১, ২৫৬, ২৫, ২৫৪, ২৫৩, ২৫২, ২৫১, ২৪৬, ২৪৭, ৮৭, ২৬৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৭৮, ২৭৯, ২৭১, ২৭০, ২৭০/৮৫৫, ২৭০/৮৫৬, ২৭০/৮৫৭, ২৭০/৮৫৮, ২৭০/৯২৭, ২৭০/৯২৮, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৫/৮৫৪, ২৪৫/৯২০, ৩০৬, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা– মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১, মহেশতলা পুরসভার এলাকাধীন। স্বত্বদলিল নং I–০০০১৪/২০২০ অনুযায়ী। | ₹ ১৭,৯৮,০০০/– | ₹ ১,৭৯,৮০০/– | ২৯.০৪.২০২৫ | ₹ ১০,০০০/– | ১৮.০৪.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট | ৩০.০৪.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে | জানা নেই |

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
১. আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। ২. নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল–এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)–কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। ৩. অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(৩)–এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। ৪. ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ,** কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা– ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল–এর অনুমোদিত ব্যক্তি **মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব,** যোগাযোগের টোল ফ্রি নম্বর: **১৮০০ ১২০ ৮৮০০** অথবা, **www.pnbhousing.com** দেখতে পারেন।

**স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১২.০৪.২০২৫** **অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস: মেদিনীপুর**
**স্টেশন রোড, পুরনো জলট্যাঙ্কের বিপরীতে, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন– ৭২১১০১**

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
**(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**
**[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) অধীনে]**

যেহেতু **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমাদের **কাঁকো ব্রাঞ্চের ১. মহঃ আফতাবউদ্দিন মুন্সি (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা আবদুল রেজাক, গ্রাম–বিনপুর, পোঃ ও থানা–বিনপুর, জেলা–ঝাড়গ্রাম, পিন–৭২১৫১৪, **২.আবদুল রেজাক (জামিনদার),** পিতা ওহেদান নবি, গ্রাম–বিনপুর, পোঃ ও থানা–বিনপুর, জেলা–ঝাড়গ্রাম, পিন–৭২১৫১৪, **৩. সাজেদা পারভিন মুন্সি (জামিনদার),** স্বামী মহঃ আফতাবউদ্দিন মুন্সি, গ্রাম–বিনপুর, পোঃ ও থানা–বিনপুর, জেলা–ঝাড়গ্রাম, পিন–৭২১৫১৪–এর প্রতি **২৪.০১.২০২৫** তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে **দাবিকৃত অর্থাঙ্ক** ২৪.০১.২০২৫ তারিখ অনুসারে ₹৬,৭৩,৪০৯.০০ (ছয় লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চারশো নয় টাকা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৮ এপ্রিল, ২০২৫** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন **২৪.০১.২০২৫** তারিখ অনুসারে **₹৬,৭৩,৪০৯.০০** (ছয় লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চারশো নয় টাকা মাত্র) ও তার ওপর সুদ সমেত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কাঁকো ব্রাঞ্চ** এর দায় সাপেক্ষ হবে।
''সারফায়েসি অ্যাক্ট ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের প্রতি আমরা আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি যেগুলি সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর বিষয়ে আপনাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কিত।''

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**বন্ধকী পরিসম্পদ:** জমি এবং বাড়ি, মৌজা বিনপুর, জে এল নং ৪২৬, আর এস খতিয়ান নং ১৩৯, এল আর খতিয়ান নং ৪২/৪, প্লট নং ৬০৫, এরিয়া ০২.০০ ডেসিমেল, পোঃ ও থানা বিনপুর, জেলা ঝাড়গ্রাম, ১৬.০৩.২০০৬ সালের দলিল নং I–৬৪৬ অনুসারে মহঃ আফতাবউদ্দিন মুন্সির নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে–শ্যামল প্রতিহারের বাড়ি, দক্ষিণে–শ্রীমতী রিনা প্রতিহার এবং অন্যদের ফাঁকা জমি, পূর্বে–অমৃতলাল শেঠের ফাঁকা জমি, পশ্চিমে–বিনপুর থেকে বেলাটিকরি পাকা রাস্তা।

**তারিখ: ০৮.০৪.২০২৫** **অনুমোদিত আধিকারিক**
**স্থান: কাঁকো** **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**